মেহেরপুরের পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নের ভোট সমাপ্ত

ছোট খাটো দু একটি ঘটনার ছাড়া উচ্ছাস উদ্দীপনা ও উৎসব মুখর পরিবেশে অবাধ, নিরপেক্ষভাবে মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এখন চলছে ভোট গণনা।

নবগঠিত বারাদী ইউনিয়নের কলাইডাঙ্গা ইউনিয়নের মোমিনুল ইসলামের নৌকা প্রতীকের) পক্ষে জাল ভোট দিতে এসে আটক হন তার বোন গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য সুফিয়া খাতুন। এছাড়া আমঝুপি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড খোকসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে ভোটারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার অভিযোগে দুই সাধারণ সদস্য (মেম্বর) প্রার্থীকে আটক করেছেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট।

তারা হলেন আমঝুপি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের জমিরুল শেখ (আপেল) এবং আলী কদর (মোরগ) প্রতীক। এছাড়া বারাদী ইউনিয়নের পাটকেল পোতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে নৌকার পক্ষে একই বুথে দুজন এজেন্ট থাকায় তাদের বের করে দেয়া হয়।
জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এবং পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম মেহেরপুর পৌরসভার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এবং পুলিশ সুপার রাফিউল আলম মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যায় কেন্দ্র সহ কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে ভোটের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। তারা ভোট কেন্দ্রের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখায় প্রার্থীদের ধন্যবাদ জানান ।

মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচন ৬৩ টি ভোট কেন্দ্রে এক যোগে শুরু হয়।

মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নের মোট ভোটার ১ লাখ ২৪ হাজার ৯৮৮ জন। মেহেরপুর পৌরসভায় ২ জন মেয়রসহ ৪ টি ইউনিয়নে ২০ জন

চেয়ারম্যান, ২১৩ জন সাধারণ কাউন্সিলর ও সাধারণ সদস্য, ৬৬ জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর ও সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়নে দুই মেম্বর প্রার্থী আটক

ভোট কেন্দ্রের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে ভোটারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার অভিযোগে দুই সাধারণ সদস্য (মেম্বর) প্রার্থীকে আটক করেছেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট।

তারা হলেন আমঝুপি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের জমিরুল শেখ (আপেল) এবং আলী কদর (মোরগ) প্রতীক।

বেলা আড়াই টার দিকে খোকসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মাসুদ পারভেজ জানান, বিনা অনুমতিতে ওই দুই প্রার্থী ভোট কেন্দ্রের বুথের মধ্যে অবৈধভাবে অবস্থান করে ভোটারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছিলেন। এসময় ভোট কেন্দ্রে দায়ীত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট তাদের দুজনকে আটক করে নিয়ে চলে যান।

স্থানীয়রা জানান, ওই দুই প্রার্থী ভোট কেন্দ্রের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে প্রভাব বিস্তার করছিলেন। এসময় তারা বেশ কয়েকবারবাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন।

পরে তাদের দুজনকে আটক করেন ম্যাজিস্ট্রেট।

হরিণাকুণ্ডুতে জনশুমারি ও গৃহগণনার উদ্বোধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে জনশুমারি ও গৃহগণনার উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালে এর উদ্বোধন করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেন। এতে ইউএনও সুস্মিতা সাহা উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষে সকালে একটি র্যালী বের হয়। এটি শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। ‘জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন’ শ্লোগানে এবারের ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এর সাথে জড়িত কর্মকর্তা, সুপারভাইজার ও গণনাকারিদের প্রতি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন অতিথিবৃন্দ।

দৌলতপুরে পদ্মার চরে বাদাম তোলায় ব্যস্ত কৃষক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর, চিলমারী, মরিচা ও ফিলিপনগর ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদীতে মাইলের পর মাইল চর পড়েছে। বন্যার পর চরের মাটিতে পলি জমায় মাটি র্উবর হওয়ায় অতিরিক্তি সার, সেচ, কীটনাশক দিতে হয় না। ফলে বীজ রোপণের তিন মাসের মধ্যেই বাদাম তোলা হচ্ছে। চরজুড়ে এখন বাদাম তোলার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষীরা।

দৌলতপুরে উৎপাদিত বাদামের মান ভালো হওয়ায় প্রতি বছরই দশেরে বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকাররা এসে এখান থেকে বাদাম কিনে নিয়ে যায়। রামকৃষ্ণপুর, চিলমারী, মরিচা ও ফিলিপনগর চরসহ বিভিন্ন চরে কৃষকেরা বাদামের চাষ করেছেন।

উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়রেনর চরাঞ্চল ঘুরে দেখা যায়, কৃষাণ-কৃষাণীরা ক্ষেত থেকে এখন বাদাম তোলায় ব্যস্ত।

চলতি মৌসুমে চরাঞ্চলে প্রায় ৮৯০ হেক্টর জমিতে চীনা বাদামের চাষ

হয়েছে। বিঘাপ্রতি ৭-৯ মণ হারে ফলন পেয়েছেন। ৩ হাজার ৮০০ টাকা মণ দরে বিক্রি করে খরচ বাদ দিয়ে লাভ হওয়ায় দরিদ্র চাষিদের মুখে হাসি ফিরেছে।

উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের বাদাম চাষি সাহাবউদ্দিন বলেন, এবার ৬ বিঘা জমিতে বাদাম চাষ করেছি। যে জমি এক সময় কোনো কাজেই আসত না, সেই জমিতে বাদাম ফলিয়ে অনেক লাভবান হচ্ছি।

ইসলামপুরের কৃষক আবুল হাসেম জানান, ৫ বিঘা জমিতে বাদাম চাষ করে তিনি এবার প্রায় ২ লাখ টাকার বাদাম বিক্রি করেছেন। সব খরচ বাদ দিয়ে তার প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। তবে কৃষি অফিসের সহযোগীতা পেলে আরো বেশি সাফল্য পাওয়া যেত বলে জানান ঐ কৃষক।

অন্যদিকে বাদাম ক্ষেতে কাজ করে দিনমজুররাও চরম খুশি। তারাও কৃষকের বাদাম ক্ষেতে গাছ থেকে বাদাম ঝরিয়ে প্রতিদিন প্রায় তিন’শ থেকে চারশ’ টাকা আয় করেছেন। এমনটিই জানালেন খোদেজা খাতুন নামে এক নারী শ্রমিক। বাদামের ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় চাষিদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও খুশি। কৃষি বিভাগের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেওয়ায় এ বছর বাদাম চাষে ভালো ফলন হয়েছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম বলেন, তামাক চাষে অনাগ্রহী করতে চরের সব অনাবাদি জমি কীভাবে বাদাম চাষের আওতায় আনা যায় সে লক্ষ্যে কৃষি বিভাগ কাজ করছে। দৌলতপুরে পদ্মার চরে প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে কোনো ফসল হয় না। এসব জমি বাদাম চাষের আওতায় আনা গেলে একদিকে যেমন চরের দরিদ্র কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে অর্থকরী ফসল বাদাম চাষ করে কৃষকের সারা বছরের আর্থিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন চরবাসী।

ইভিএমে ভোট দিয়ে দিলেন শতবর্ষী ফইমন নেছা

ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এ ভোট দিয়ে আনন্দিত শতবর্ষী নারী ভোটার ফইমন নেছা।

বুধবার(১৫জুন) সকাল ৮ টা থেকে শুরু হয়েছে মেহেরপুর পৌরসভা ও সদর উপজেলার ৪ টি ইউনিয়ন পিরষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহন।

নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নে ৩ নং ওয়ার্ড হাসানাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বের হতে দেখা যায় বৃদ্ধা ফইমন নেছা (৯৯) কে ।

এ সময় ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) দেওয়ার অনুভুতি জানতে চাইলে কাপা কাপা গলায় বলে খুব ভালো লেগেছে। জীবনে প্রথম এরকম ভোট দিলাম। ভোট দিতেও কোন সমস্যা হয়নি। নিজের নাতিবৌয়ের সাথে এসেছেন কেন্দ্রে। এই বয়সেও নিজের ওয়ার্ড ও ইউনিয়নে পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতেই এসেছেন। ভোট প্রয়োগের সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিবেশ থাকায় কোন বাঁধা বিঘ্ন ছাড়ায় মেশিনে ভোট দিতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করলেন তিনি।

উল্লেখ্য: এই প্রথম ৬৩ কেন্দ্রের সবগুলোতেই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন(ইভিএম) দ্বারা ভোট গ্রহন হচ্ছে। মেহেরপুর সদর উপজেলার একটি পৌরসভা ও চার ইউনিয়নে মোট ভোটার সংখ্যা ১ লাখ ১৯ হাজার ৯৮৮জন।

মেহেরপুরের বেলতলা পাড়ায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার বেলতলা পাড়ায় পানিতে ডুবে মোমিন নামে ২ বছর বয়সী এক শিশুর করুন মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১১ টার সময় বাড়ির পাশের মাজেদের পুকুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোমিন একই গ্রামের মশিউর রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, মোমিন বাবা মা ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।এ সময় শিশুটি একা একা বাড়ির পাশের পুকুরের ধারে গেলে পানিতে পড়ে যায়। স্থানীয়রা গোসল করতে গিয়ে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জালভোট দিতে পাশের ইউনিয়নের নারী সদস্য আটক

জাল ভোট দিতে এসে আটক হয়েছেন ধানখোলা ইউনিয়নের সংরক্ষিত নারী সদস্য সুফিয়া খাতুন ।
মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত বারাদী ইউনিয়নের কলাইডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে তাকে জাল ভোট দেয়ার চেষ্টার অভিযোগে আটক করেন কর্তব্যরত পুলিশ।
পরে তাকে বারাদী ইউনিয়নের দা্য়ীত্বে নিয়োজিত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলামের এর কাছে সোপর্দ করেন।আটক সুফিয়া খাতুনের বাড়ি গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা গ্রামে। ভোট কেন্দ্রে প্রায় আধা ঘন্টা অবস্থান করে নৌকার প্রার্থী মোমিনুল কে জাল ভোট দেয়ার চেষ্টা করেন সে।
জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নে এক যোগে ভোট গ্রহণ শুরু

মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচন ৬৩ টি ভোট কেন্দ্রে এক যোগে শুরু হয়েছে।
সকাল ৮ টার সময় ৬৩টি ভোট কেন্দ্রে এক যোগে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে।মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নের ১ লাখ ২৪ হাজার ৯৮৮ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন ১ নং ওয়ার্ডের নতুনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ৮ টার সময় ভোট দেন। অপর প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ৭ নং ওয়ার্ড সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন।
মেহেরপুর পৌরসভায় ২ জন মেয়রসহ ৪ টি ইউনিয়নে ২০ জন চেয়ারম্যান,

২১৩ জন সাধারণ কাউন্সিলর ও সাধারণ সদস্য, ৬৬ জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর ও সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। সকাল থেকেই নারী ভোটারদের উপস্থিতি ভাল।মেহেরপুর পৌরসভায় সবগুলো কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) এ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানান মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার আবু আনছার।

গাংনীতে প্রিক্যাডেট স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ

গাংনী উপজেলার পৌর এলাকার প্রিক্যাডেট এন্ড হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রকে স্কুলে পড়া পিটিয়ে আহত করার অভিযোগে শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দিয়েছেন শিশুটির বাবা।

সে গাংনী উপজেলা শহরের সাবেক ছাত্রনেতা আল ফারুকের ছেলে। আহত আবির হাসান গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মঙ্গলবার সকালের দিকে পড়া না হওয়ার অভিযোগ দিয়ে ক্লাস শিক্ষক আলফাজ উদ্দিন ছড়ি দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে আহত করেন।

আবিরের পিতা আল ফারুক জানান, ক্লাস শিক্ষক আলফাজ উদ্দিন পড়া না হওয়ার কারণ দেখিয়ে ছড়ি দিয়ে মারপিট করে। স্কুল ছুটির পর বাড়িতে এসে ছেলে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এক পর্যায় অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি তাকে গাংনী হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিক্ষক আমার ছেলেকে বিনা করণে মারধর করেছ। এ ঘটনায় তিনি ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে গাংনী থানায় অভিযোগ দিয়েছেন।

অভিযুক্ত শিক্ষক আলফাজ উদ্দিন বেত দিয়ে হাতে মারার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, ক্লাস চলাকালিন সময়ে ছাত্র আবির হাসান হাসা হাসি করেছে।তাকে নিষেধ করলে আমাকে গালাগালি করার কারণে সামান্য শাসন করেছি। হাতে বেত দিয়ে ৩ টা আঘাত করা হয়েছে। এর বেশি কিছুনা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ছাত্রের বাবা

শিক্ষকের বিরুদ্ধ লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে প্রবাসীর স্ত্রীর পরকীয়া নিয়ে গ্রাম্য সালিশ, বিচারের দাবীতে গণস্বাক্ষর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের প্রবাসীর স্ত্রীর পরকীয়া নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে নানা হৈচৈ। অসামাজিক কার্যকলাপ করার অপরাধে গ্রামে বসানো হয়েছে গ্রাম্য সালিশ। বিচারের জন্য পরকীয়া জুটিকে তলব করা হয় গ্রাম্য সালিশে।

অভিযুক্তরা সালিশে উপস্থিত না হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গ্রহণ করা হয় গণস্বাক্ষর। মঙ্গলবার বিকেলে মহিষাখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় মাতব্বর সাজেদুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি উন্মুক্ত গ্রাম্য শালিস বসানো হয়।

স্থানীয়রা জানায়, মহিষাখোলা স্কুল পাড়া গ্রামের সৌদি প্রবাসী সিরাজুল ইসলামের স্ত্রীর সাথে গ্রামের আনারুলের ছেলে মুদি দোকানি হানিফের অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সোমবার গভীর রাতে হানিফ প্রবাসীর স্ত্রীর বাড়িতে আসলে ঢোকার সময় প্রবাসী সিরাজুলের ছোট ভাই কালামসহ অন্য ভাইয়েরা দেখে ফেলে এবং হানিফকে ধরে মারধর করে। এসময় ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। প্রতিবেশীদের টানা হেচড়ায় পালিয়ে যায় হানিফ।

এবিষয়ে প্রবাসী সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী জানায়, হানিফের সাথে আমি ১হাজার টাকা পেতাম, ওই রাতে দোকান বন্ধ করে টাকা দিতে এসেছিলো। আমি যখন উঠানে দাড়িয়ে টাকা নিচ্ছিলাম তখন আমার দেবর ও ভাসুর এসে হানিফের জামার কলার ধরে টানাহেঁচড়া করে এবং মারধর করে। তার সাথে আমার খারাপ কোন সম্পর্ক নেই। আমার স্বামী বাড়ি না থাকার সুযোগে

মিথ্যা কলংক দিচ্ছে।

ঘটনার পর থেকে হানিফ পলাতক রয়েছে। হানিফের মা জানায় এক সপ্তাহ আগে হানিফের বউ তার মায়ের বাড়ি বেড়াতে গেছে। আমার ছেলের নামে মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে গ্রামের লোকজন। তাছাড়া তখন ছেড়ে দিয়ে গ্রামের সবাই মিটিং করছে অপমান ও মারধর করার জন্য। আমার ছেলে অপরাধ করলে আইন আছে, আদালত আছে সেখানে বিচার করুক।

শালিশে নেতৃত্ব দানকারী মাতব্বর সাজেদুল ইসলাম জানান, ওই মহিলা বিভিন্ন পুরুষের সাথে এমন নোংরামি করে সমাজের ভাবমুর্তি ক্ষুন্য করছে। আমরা তাদের দুজনের বিচারের জন্য গ্রামের সবাই বসেছিলাম। তাদের ডেকেও উপস্থিত হয়নি। সকলে গণস্বাক্ষর দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইগত ব্যবস্থা নেব। যাতে এদের দেখে অন্যরা শিক্ষা নেয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানায়, এমন ঘটনায় কেউ থানায় এসে পুলিশি সহায়তা চাইনি। চাইলে তখন দেখা যাবে।